FEB 2 1 2001

সম্পাদকীয়
ঢাকা

একুশে ফেব্রুয়ারি : নতুন সহস্রাব্দে

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। এক সময়ের শহীদ দিবস, রাষ্ট্রভাষা দিবস, জাতী
শোক দিবস, আজকের বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস। ১৯৫২ সালের এই দি
ঢাকায় তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে আন্দোলনর
ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে সালাম বরকত রফিক জব্বারস
কয়েকজন শহীদ হন। মাতৃভাষার জন্য এই আত্মত্যাগ প্রকৃতপক্ষে ছি
বাঙালির জাতীয়তাবোধের প্রথম স্ফুরণ, যা পরবর্তী ১৯ বছরের মধ্যে
স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। তারই পরিণতি ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌ
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের অনুষ্ঠানমালা আজ বাঙালির ঐতিহে
অঙ্গে পরিণত হয়েছে এবং তা আজ স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাং
ভাষাভাষী সবার কাছেই একটি স্মরণীয় দিন। তবে এ দিনটির অর্থ-তাৎপ
ও ব্যঞ্জনা গত পাঁচ দশকে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এট
স্বাভাবিক। একুশে ফেব্রুয়ারি শুরুতে ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার গণদাবি
স্মারক দিন। সেই একুশে ফেব্রুয়ারি আজ পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতি
মাতৃভাষা দিবসে। যা এখন সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু নির্বিশেষে পৃথিবীর সব
মাতৃভাষাকে জীবিত ও বিকশিত করার শপথ নেওয়ার দিন। ১৯৫২ সা
বাংলার মতো একটি ভাষার সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এব
অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি, আর আজ বাংলাসহ পৃথিবীর অন্য বহু ভা
সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়ন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যত
বিশ্বায়নের চাপে এবং গণমাধ্যমের বিস্তারের মুখে পৃথিবীর বহু
জাতিগোষ্ঠীর ভাষা এখন বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। এই পরিবর্তি
প্রেক্ষাপটে আবার একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রক্ষার সংগ্রামের প্রত
বলে স্বীকৃত হয়েছে। বাঙালি জাতি এ জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

বিশ্বায়নের চাপে এবং গণমাধ্যমের বিস্তারের মুখে পৃথিবীর বহু ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা এখন বিলুপ্তির হুমকির সম্মুখীন। এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে আবার একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রক্ষার সংগ্রামের প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়েছে। বাঙালি জাতি এ জন্য গর্ববোধ

পরিবর্তন এসেছে একুশে উদযাপনের প্রকৃতিতেও। এক সময় দি
ছিল এক সুগভীর শোকের দিন। আজো সেই শোকের স্মৃতি আছে,
তাকে ছাপিয়ে আত্মত্যাগের গৌরব ও উৎসবমুখরতাই আজ প্রধান
উঠেছে। এতে দোষের কিছু নেই, এটাই অনিবার্য। ফরাসি বি
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কম রক্তাক্ত
না— কিন্তু এ দিনগুলো এখন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপনে
দিন। তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারি এলে বাঙালি জাতি এই একটি দিনের
হলেও তার ভাষা, জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের জন্য গৌরববোধ ক

এবার সরকারি পর্যায়ের অনুষ্ঠানমালায় নানা নতুন দিক যোগ হয়ে
আন্তর্জাতিক ভাষা পুরস্কার, একুশের স্মারক স্বর্ণমুদ্রা ছাড়াও এবার ২
ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত বাঙালির ঐতিহ
স্বাধীনতার সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠ
কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কিন্তু এ
উদযাপনের ব্যাপারটি শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে ক
বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং সে ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু করাটা
বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশেও বাংলা ভাষা এখন তথ্যপ্র
বিশ্বায়ন ইত্যাদির চাপের মধ্যে আছে। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির
আকর্ষণ ক্রমেই বাড়ছে নবীন প্রজন্মের মধ্যে। নতুন সহস্রাব্দের চ্য
মোকাবিলা করে বাংলা ভাষাকে যেমন টিকিয়ে রাখতে হবে, ে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষু
জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা-সংস্কৃতিকেও বিকশিত হতে দিতে হবে।
লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দূরদর্শী পরিকল্পনা নিয়ে এগোবার জন্য সর